গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

মিডিয়া রিলিজ

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সময়োচিত সংস্কার অত্যাবশ্যক —মুখ্য সচিব

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি ২০২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেছেন যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সময়মাফিক সংস্কার অ সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

একই সাথে তিনি তৈরি পোশাক খাতে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বিদ্যমান মানবসম্পদের ঘাটতি পূরণ করার জন্য পোশাক রপ্তানিকারকদের দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে আরও বেশি বিনিয়োগ করবার আহবান জানিয়েছেন।

আজ বুধবার রাজধানীতে আয়োজিত 'Validation Workshop on Final Draft Study Reports on Market Access, Comparative Advantage and Export Diversification and Upscaling the RMG Sector' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প (এসএসজিপি) উক্ত কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশানের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইআরডি সচিব জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ বা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন প্রক্রিয়াকে মসৃণ ও টেকসই করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির দিকনির্দেশনায় এবং ইআরডি-এর এসএসজিপি প্রকল্পের সহযোগিতায় উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সেই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে এসএসজিপি প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে পলিসি রিসার্চ ইন্সিটিউট (পি আর আই) এর সহযোগিতায় Market Access, Comparative Advantage and Export Diversification শীর্ষক একটি এবং রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড)-এর সহযোগিতায় Study on Upscaling the RMG Sector শীর্ষক আরেকটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহের প্রধান প্রধান দিকসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিকট তুলে ধরা এবং তা প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

তৈরি পোশাক পণ্যের মধ্যেই বহুমুখীকরণের অনেক সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে মুখ্য সচিব তাঁর বক্তব্যে পোশাক শিল্পের মালিকদের এক্ষেত্রে আরও অধিকতর মনোযোগী হবার আহবান জানান। একই সাথে তিনি তৈরি পোশাক পণ্যের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইআরডি সচিব জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি খাতকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ বলেন যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে নগদ ভর্তুকি সুবিধার বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশান (বিটিএমইএ)-এর প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন যে ফাইবার বা তন্তু আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী পোশাক রপ্তানিকারকগণ মাল্টি ফাইবারসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাকের বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারবেন।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব ও এসএসজিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরিদ আজিজ।

কর্মশালায় উল্লিখিত গবেষণাকর্ম দুটির প্রধান প্রধান দিকসমূহের আলোকপাত করে দুইটি পৃথক উপস্থাপনা প্রদান করেন রিসার্চ এন্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড)-এর চেয়ারম্যান এবং পলিসি রিসার্চ ইন্সিটিউট (পিআরআই)-এর রিসার্চ ডিরেক্টর ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

'Study on Upscaling the RMG Sector' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যে যদিও বিশ্ব বাজারে তুলাজাত পোশাকের তুলনায় ম্যান মেইড ফাইবার বা কৃত্রিম তন্তুর পোশাকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে কৃত্রিম তন্তুর তুলনায় তুলাজাত পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত বেশি।

এই প্রেক্ষাপটে ডঃ রাজ্জাক বলেন যে আসন্ন সময়ে বাংলাদেশকে একদিকে যেমন তুলাজাত পোশাকের বাজারে তাঁর শক্তিশালী অবস্থান ধরে রাখতে হবে—সেই সাথে কৃত্রিম তন্তুর পোশাকের বাজারেও বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনে একটি ফাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বা তন্তু নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন, সকল প্রকারের ফাইবার বা তন্তু আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান, এবং ম্যান মেইড ফাইবার বা কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি পৃথক বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

Market Access, Comparative Advantage and Export Diversification শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটিতে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি ২০২৩-এর দ্রুত এবং কার্যকর বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইআরডি-এর প্রাক্তন সচিব ও এসএসজিপি প্রকল্পের প্রকল্প উপদেষ্টা মিজ শরিফা খান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ.এম. আহসান; শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ বেলাল হোসাইন চৌধুরী; এবং বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের পরিচালক জনাব আবদুল্লাহ হিল রাকিব।

মিজ শরিফা খান তাঁর বক্তব্যে স্থানীয় উৎপাদকদের বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্তকরণ এবং স্থানীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ.এম. আহসান বলেন যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করতে হলে স্থানীয় রপ্তানিকারকদের গবেষণা, মানোন্নয়ন, বাজারজাতকরণ ও প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

ইআরডি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

End

For further information, please contact: Mehdi Musharraf Bhuiyan, Communication Specialist, SSGP, ERD via e-mail: mehdi.ldcgraduation@gmail.com or mob- 88 01715111313